দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 NOV 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

মেডিকেল কলেজসমূহে ভর্তি প্রসংগে

চলতি বছর মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য পূর্ব যোগ্যতার পরিবর্তন করা হয়েছে। বলা হয়েছে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা দু'টির মধ্যে অন্ততঃ একটি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ অপরটিতে দ্বিতীয় বিভাগ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। তবে তাদের মোট নম্বর ১২০০ হতে হবে। এর কারণ এটা হতে পারে, যে ছাত্র একবার প্রথম বিভাগ পায় অন্য পরীক্ষায় তা না পাওয়াটা একটা দুর্ঘটনা। তাই তাদেরকেও একটা সুযোগ কলেজ কর্তৃপক্ষ দিতে চান। তাই যদি হয় তবে [illegible] সত্ত্বেও তার ১২০০ নম্বর হবে না। এটা বরং বড় একটা দুর্ঘটনার ইঙ্গিত দেয়। কাজেই তাদেরও অন্ততঃ পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেওয়া উচিৎ। কারণ পরীক্ষা দেয়া মানেই ভর্তি হওয়া নয় বরং মেধা প্রদর্শনের সুযোগ দেয়া। আর ১২০০ নম্বর না পাওয়া ছাত্রও যদি অধিকতর যোগ্য বিবেচিত হয় তাতে অসুবিধা কোথায়? এতে করে বরং প্রকৃত মেধাবীরা চিকিৎসক হিসেবে দেশ সেবার সুযোগ পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

—কে, এ, এম, মোর্শেদ,
২৫, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট,
কাঁঠাল বাগান, ঢাকা-১২০৫।

দৈনিক ইনকিলাব
26 NOV 1988
৮/৭

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবার কি ভাবছেন

বিগত বছর গফরগাঁও কলেজে কি ঘটেছে দেশের মানুষ হয়ত অবগত নন। কলেজ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা এবং কিছু কিছু শিক্ষকের সক্রিয় সহযোগিতার ফলে গফরগাঁও কলেজের প্রত্যেকটি পরীক্ষার্থী (বহিরাগতসহ প্রায় ৭-৮শ') ১ম ও ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। এটি ছিল বাংলাদেশের সর্বকালের রেকর্ড। জানা যায় তারা (পরীক্ষার্থীরা) রাত ৮-৯টা পর্যন্ত প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখে। এই সকল তথ্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানতে পেরে পরীক্ষার ফল স্থগিত ঘোষণা করেন। এবং পরীক্ষার খাতা পুনঃ পরীক্ষা করেন। যার ফলে ৪-৫শ' নকলবাজের পরীক্ষার ফল বাতিল ঘোষণা করা হয়। এ বছর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি ভাবছেন? গত বছরের মত নকলের আশায় এবারও ঢাকাসহ দেশের বহু অঞ্চল হতে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনী ঐ কলেজে পরীক্ষা দিচ্ছে। তাই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ, দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দয়া করে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিন যেন উপরোক্ত কলেজ তথা সকল মফঃস্বল পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোকে সর্বনাশের হাত হতে রক্ষা করা হয়।

—আতাউর রহমান মিয়া,
১৫৫/১, দক্ষিণ বাসাবো, ঢাকা।